[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

আবুল হাশেম ছিলেন একজন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও সংগঠক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কুষ্টিয়া জেলায় জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। তার ইন্তেকালে রাজনৈতিক অঙ্গনসহ সর্বস্তরের মানুষের মাঝে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

তার মৃত্যুতে দলীয় নেতাকর্মী, শুভানুধ্যায়ী ও এলাকাবাসী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন। একই সঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

কুষ্টিয়ায় জেলা জামায়াতের কর্মী সমাবেশে ডা. শফিকুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষ মিলেমিশে সমান অধিকারের ভিত্তিতে বসবাস করবে। সর্বক্ষেত্রে দেশাত্ববোধের মাধ্যমে দেশকে উন্নত করতে সচেষ্ট থাকবে।

তিনি বলেন, জনগণ একটি পরিবর্তনের জন্য জীবন দিয়েছে। তারা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বৈষম্য দূর করার জন্য জীবন দিয়েছে। অথচ সমাজ বৈষম্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। বিগত ১৭ বছরের জঞ্জালের একটিও এখনো যায়নি। কিন্তু কেন? স্বৈরাচার তো পালিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা কেন মুক্ত হতে পারলাম না। এর জবাব ১৮ কোটি মানুষের সামনে আছে।

আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) সকালে কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ মাঠে জেলা জামায়াতের কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, আমাদের ৩৫ হাজারের মতো সন্তান জীবনের তরে পঙ্গু হয়ে

গিয়েছে, ৫শর উপরে দুটি চোখ হারিয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছে তারা এ বিশ্বের সৌন্দর্য আর চোখে দেখতে পারবে না। মায়ের মুখটা সন্তানের মুখ কিবাং প্রিয়তম স্ত্রীর মুখটাও আর চোখে দেখতে পারবে না। তাদের চোরেখর আলো নিভে গেছে।ন সাড়ে সাতশোর মতো এক চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকশ সন্তান মেরুদ্ন্ড অকেজো হয়ে গেছে যাদের পিঠে গুলি লেগেছিলো। কয়েক হাজার হয় হাত নয়তোবা পা হারিয়েছে। এতোগুলো মানুষের প্রতি লাল রক্তের প্রতি গাদ্দারী করা চলবে না। এ রক্তের আমানত রক্ষা করতে হবে এবং সম্মান দেখাতে হবে বলেও জানান তিনি।

দেশের পরবর্তী প্রজন্ম ও ছাত্রসমাজের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা ছাত্র সমাজকে কথা দিচ্ছি এমন শিক্ষা ব্যবস্থা হবে, তোমাদের কাগজের টু্করো নিয়ে দৌড়াতে হবে ন। লেখাপড়া শেষ করেই নিশ্চিত কর্মে যোগদানের ব্যবস্থা করা হবে।

আমাদের দল দখলবাজি-চাঁদাবাজি করে না উল্লেখ করে জামায়োতের এই আমির বলেন, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া হবে। দেশে দখলবাজি ও চাঁদাবাজি চলবে না। দখলবাজ, চাঁদাবাজমুক্ত দেশ গড়তে নেতা-কর্মীদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। দখলদারমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে হবে। আমাদের দল দখলবাজি-চাঁদাবাজি করে না।

জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক মাওলানা আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে এবং জেলা সেক্রেটারি অধ্যাপক সুজাউদ্দিন জোয়ার্দারের সঞ্চালনায় এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য যশোর অঞ্চল পরিচালক মো. মোবারক হোসেন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য রাজশাহী অঞ্চল পরিচালক অধ্যক্ষ মো. শাহাবুদ্দিন, আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আল্লামা শামীম সাঈদী, জামায়াতের মজলিশে শূরা সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন প্রমুখ।

শীতের কুয়াশাভেদ করে সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে নেতা–কর্মীরা ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে কর্মী সম্মেলনে যোগ দেন।

মাওলানা তাজউদ্দিন খান আবারও জেলা জামায়াতের আমীর নির্বাচিত

আগামী ২০২৫-২৬ সেশনের জন্য সদস্যদের (রুকন) প্রত্যক্ষ ভোটে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী মেহেরপুর জেলার পুনরায় আমীর নির্বাচিত হয়েছেন মাওলানা তাজউদ্দিন খান।

আজ বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) কেন্দ্রীয় জামায়াতের প্রচার সম্পাদক অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ জেলা জামায়াতের আমীর হিসেবে তার নাম ঘোষণা করেন।

মাওলানা তাজ উদ্দিন খান এবার দিয়ে চতুর্থবারের মত মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হলেন।
দলীয় সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের রুকন সম্মেলন ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টায় ঝিনাইদহ আল-হেরা স্কুল মাঠে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঝিনাইদহ জেলা শাখার আয়োজনে এই সম্মেলন ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক মাওলানা আলী আজম মোঃ আবুবক্কারের সভাপতিত্বে সেক্রেটারি অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল আউয়ালের সঞ্চালনায় রুকন সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল টিমের সদস্য ড.আলমগীর হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন, যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল টিমের সদস্য অধ্যক্ষ খন্দকার আলী মহসিন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড.আলমগীর হোসেন বলেন, যারা জামায়াত শিবিরের আদর্শিক রাজনীতিকে পছন্দ করতো না, যারা জামায়াত

শিবিরের রাজনীতিকে সর্বদা জনগণের সামনে খারাপ বলতো, যারা জামায়াত শিবিরকে নিষিদ্ধ করেছিল, তারাই আজ জনগণের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তিনি আরও বলেন দেশ ও জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য রাজনীতি করলে তাদেরকে এভাবে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হতো না। তিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐক্য হলে এদেশের জনগণের সত্যিকারের কল্যাণ হবে বলে উল্লেখ করেণ এবং জামায়াত শিবিরকে কালের মুয়াজ্জিনের ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান।

প্রায় ১৫ বছর আওয়ামী সরকারের জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতনের শিকার জামায়াতে ইসলামী জুলাই আগস্টের ছাত্র জনতার অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর প্রকাশ্যে রুকন সম্মেলনকে ঘিরে নেতাকর্মীদের মাঝে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়।

রোকন সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামী জেলার কর্মপরিষদ সদস্য, জেলা শুরা সদস্যবৃন্দ, উপজেলা আমির ও সেক্রেটারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের মানুষ জামায়াতকে চাচ্ছে তাই আমাদেরকে ইলম, আমল ও নেতৃতের¡ যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে এবং পাড়া, মহল্লায়, গ্রাম ও ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গণ দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আহবান জানান।

পরে জেলার কর্মপরিষদ সদস্য, জেলা শুরা সদস্যবৃন্দ, উপজেলা আমির ও সেক্রেটারিবৃন্দ, রুকন, মহিলা রুকনসহ সকলের উপস্থিতিতে গোপন ভোটে এ সম্মেলনে জেলা ইমারতের আমির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় যৌথভাবে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করেন যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল টিমের সদস্য অধ্যক্ষ খন্দকার আলী মহসিন ও ড.আলমগীর হোসেন।

মেহেরপুরে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে জেলা

জামায়াতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক, জেলা সিভিল সার্জন, জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ও বিএডিসির ডিডি সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীরসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ।

আজ বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে জেলা আমীরের নেতৃত্বে জেলা নেতৃবৃন্দ এ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

সৌজন্য সাক্ষাতে জেলা জামায়াতের আমীর বলেন, অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সাধারণ জনগণের সরকারি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যেন কোন বিশেষ মহলের চাপ ছাড়ায় জনগনকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সেবা দিতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা মাহবুব উল আলম, জেলা সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল হোসাইন, জেলা সমাজকল্যাণ সেক্রেটারি মোঃ জারজিস হোসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, জেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, জেলা যুব বিভাগের সভাপতি কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলার, জেলা শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি আল-আমিন ইসলাম বকুল ও জেলা ব্যবসায়ী বিভাগের সভাপতি সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

জামায়াত ইসলামী একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল, আমরা চাই সৎ নেতৃত্ব বসুক–ডা. শফিকুর

বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জামায়াত ইসলামী একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল। আমরা চাই সৎ নেতৃত্ব বসুক। দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব বসুক। যারা গদিকে নিজেদের বাপ-দাদার সম্পদ

মনে করবে না। আর জনগণকে নিজেদের দাস বানানোর চিন্তা করবে না। বরং জনগণের চৌকিদার হিসেবে নিজেদের মনে করবে। জনগণ শান্তিতে ঘুমাবে আর উনারা রাত জেগে জনগণকে পাহারা দেবে

তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে স্বজন হারানোর শোকগুলো একত্র করে আমরা শক্তিতে রূপান্তর করব এবং অঙ্গীকার নেব যে আমরা শহীদদের মর্যাদা রাখব। তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না।

আজ রোববার সকালে কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের আয়োজনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ পরিবারের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াতের আমীর ডা. শফিকুর রহমান এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ইতিহাস কথা বলবেই। যেমন তেমন ইতিহাস লিখলে সেই ইতিহাস টেকসই হয় না। তিনি বলেন, আসলে আমাদের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। ইতিহাসের পালা বদলে আমরা বন্ধুকে শত্রু বানাই, শত্রুকে বন্ধু বানাই। এরকম যে জাতি করে সেই জাতি কোনোদিন বিশ্বের দরবারে ও নিজের বিবেকের কাছে সম্মানিত হতে পারে না। অপসংস্কৃতির এই যন্ত্রণা থেকে এই জাতিকে বের হয়ে আসতে হবে। জাতির জন্য যার যেখানে যে অবদান এটা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে।

মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনার লোকেরাই আপনাকে মাস্টারমাইন্ড ও গডমাদার বানিয়েছে।

এ সময় তিনি বলেন, ‘এখন যারা ধরা পড়ছে তারা বলছে, এটা আমি করি নাই অমুকের হুকুমে করেছি। আর যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন সবসময় বলা হতো- গাছটা এদিকে দুলেছে, গাছের পাতা নড়ছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী (শেখ হাসিনা) দেখছেন। সব কিছুতেই উনার অনুমতি লাগবে, উনার নির্দেশনা লাগবে। তাহলে আপনার লোকেরাই তো আপনাকে মাস্টারমাইন্ড এবং

□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□



□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□, ‘□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□’ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□, □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□- □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□- □□□□□□□□-□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □. □□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□ □ □□ □□ □□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□,

মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা জেলা জামায়াতের আমির, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হুসাইন, মুফতি আমির হামজা, কুষ্টিয়া জেলা ও উপজেলা জামায়াতের নের্তৃবৃন্দ, ছাত্র শিবিরের নেতা-কর্মীরা ও বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

শহীদ পরিবারের সাথে মতবিনিময় শেষে ১৪ জন শহীদ পরিবারের হাতে দুই লাখ করে মোট ২৮ লাখ টাকা তুলে দেন জামায়াতের আমীর ডা. শফিকুর রহমান।

ঝিনাইদহে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে জেলা জামায়াতের মতবিনিময়

দেশের চলমান পরিস্থিতিতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও হামলা আতংক দূর করতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মতবিনিময় করেছেন জেলা জামায়াত। গতকাল শনিবার রাতে শহরের শ্রী শ্রী বড় মাঠ কালি মন্দিরে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যপক আলী আযম, সেক্রেটারি মো: আব্দুল আওয়াল, সাংগঠনিক সেক্রেটারি আব্দুল আলীম, শহর আমীর হারুন আর রশিদ সিনিয়র এডভোকেট আব্দুর রশিদ, এডভোকেট ইসমাইল হোসেন, শিবির সভাপতি রাজু আহম্মেদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন। প্রয়োজনে মন্দির বা বাসা-বাড়ি পাহারা দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করে। সনাতন ধর্মাবলম্বী যেকারো সাথে অন্যায় করা হলে অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রদক্ষেপ নেওয়ার হুশিয়ারি দেন বক্তারা।

আলোচনা সভা শেষে গত ১৯ এপ্রিল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হামলায় পঙ্গুত্ববরণকারী রিক্সাচালক কান্ত দাশের চিকিৎসার জন্য ২০ হাজার টাকা সহযোগিতা করেন তারা।